জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩: সারসংক্ষেপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by
the European Union

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২২

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১। প্রেক্ষাপট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাজেটের মূল দিক

সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপে গড়ে তোলার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা।

দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারি সকল কর্মকান্ডের চালিকাশক্তি হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ অন্য সব কৌশলগত পদক্ষেপের পাশাপাশি "ডিজিটাল বাংলাদেশ" চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযুক্ত প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। সে উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আমাদের সরকার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর জোর দিচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহার বাড়াতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। ৩০০টি 'স্কুল অব ফিউচার' স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সৌদি আরবে ১৫টি সহ মোট ৪,১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। আইসিটি খাতের রপ্তানি ইতোমধ্যে ১.৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশে ৩৯টি হাইটেক পার্ক/আইসিটি ইনকিউবেশন সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯টিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পার্কগুলোতে এ পর্যন্ত দেশি বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো ২০২৫ সালে আইসিটি রপ্তানি ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করা এবং সে জন্য এ খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২০২২-২৩ বাজেট প্রস্তাবনা

২০২১-২২ অর্থবছরের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশোধিত বাজেটের আকার ছিল ১৮,০৯৯ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ১৮,৫২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে যা গত অর্থবছরের চেয়ে ৪৩০ কোটি টাকা বেশি (লেখচিত্র-১)। এ খাতে মোট বরাদ্দের প্রায় ৯০ শতাংশ পেয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (লেখচিত্র-২)।

লেখচিত্র ১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২০২২–২৩ খাতে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাবনা (ঋণ ও অগ্রিম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ, খাদ্য হিসাব এবং সমন্বয় ব্যয় ব্যতীত)

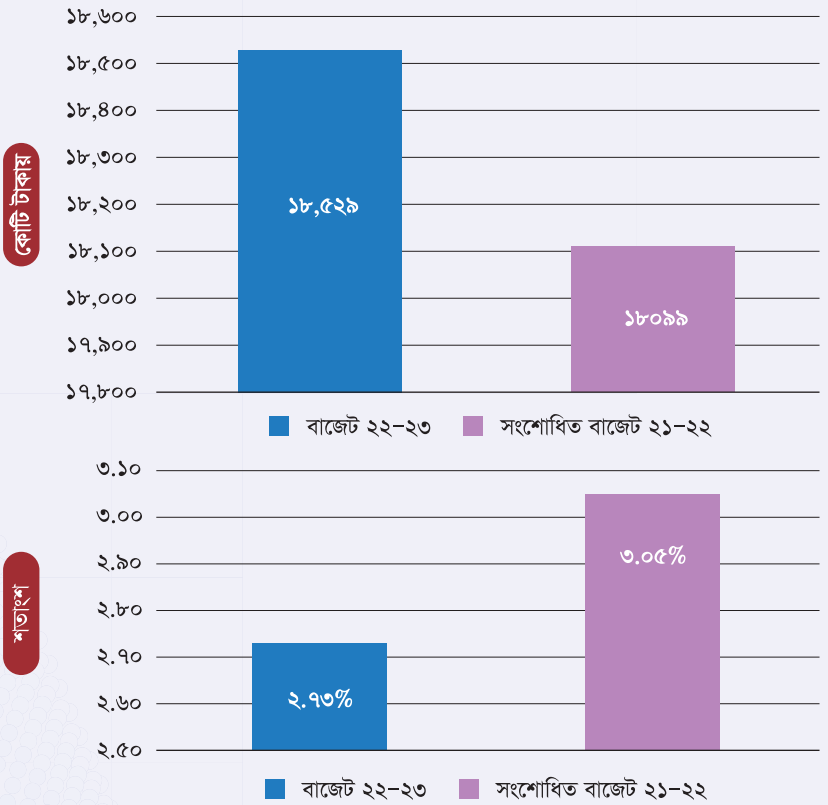

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

লেখচিত্র ২: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২০২২–২৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাবনা

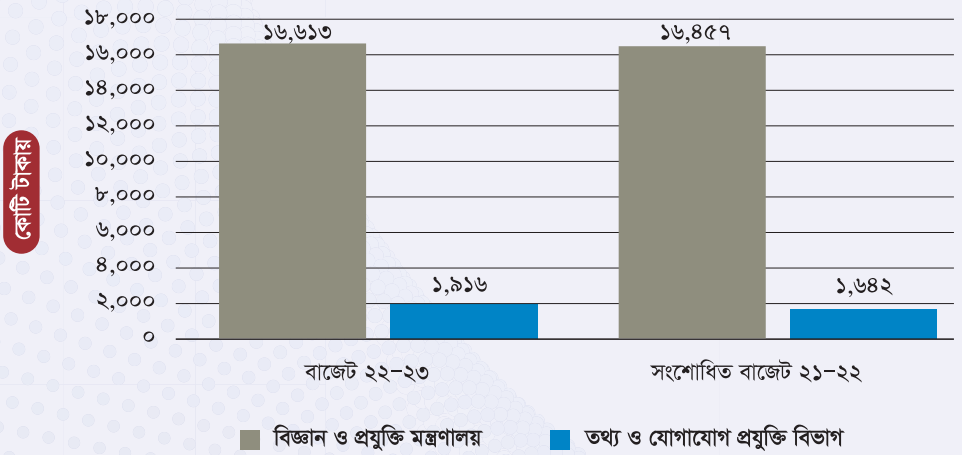

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২২–২৩, ৯ জুন ২০২২

৩। বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ

বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা এডিপিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ৪৩০২.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে যার ৫৭ শতাংশ ব্যয় হবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে (লেখচিত্র-৩)।

লেখচিত্র ৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ প্রস্তাবনা

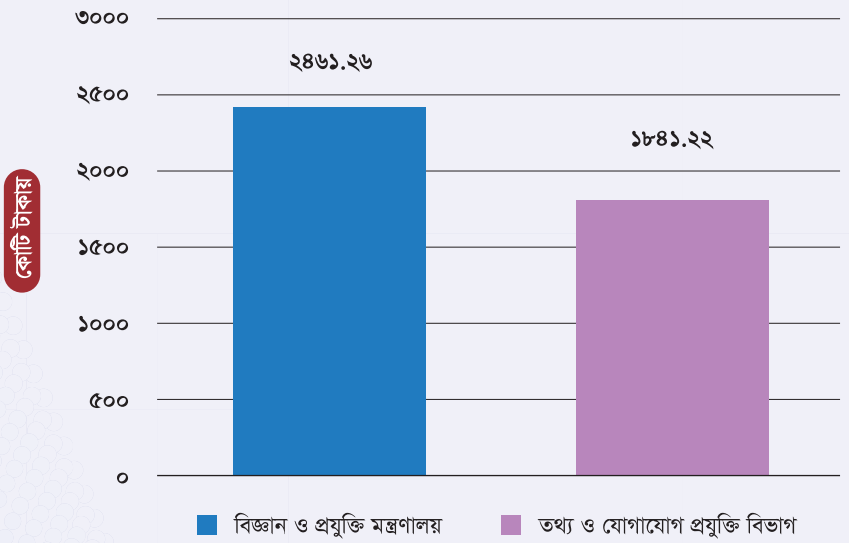

তথ্যসূত্র: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২২-২৩)

৪। উপসংহার

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক ডিজিটাল উদ্ভাবন কৌশলের ব্যবহার; মানবসম্পদকে উন্নত করে গড়ে তোলা এবং গবেষণা ও উন্নয়ন এর মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও তার সদব্যবহার করা; বেসরকারি খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের প্রসার ঘটাতে তথ্য ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনী শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সহায়তা করা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা যাতে করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায়; দেশজ বাজারকে ভবিষ্যতের বৃহৎ অর্জনের প্রাথমিক সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারপূর্বক বিশ্বব্যাপী সফলতার গৌরবগাঁথা সৃষ্টির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষমতায়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে বেগবান করা; এবং ডিজিটাল অর্থনীতির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন করা। এ সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.